125711 - হজ্জরে মধ্যে জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে করার পক্ষে দললি

প্রশ্ন

জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে করার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থকেে দললি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জমরাতগুলোতে (স্তম্ভগুলোতে) কংকর নক্ষিপে করা হজ্জরে ওয়াজবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রত্যকে যে ব্যক্তি এ মহান ইবাদতটি আদায় করে তার জন্য এটি আদায় করা বধিবিদ্ধ। এই আমলটি আদায়রে বষিয়টি আলমেদরে নকিট সহহি সাব্যস্ত হাদসিে সরাসরি উদ্ধৃত হয়ছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজল (রাঃ) কে বাহনরে পছিে চড়য়িছেনে। ফজল (রাঃ) জানয়িছে যে, তনিি জমরাতে কংকর নক্ষিপে করার আগ পর্যন্ত তালবয়িা পড়ছেনে।[সহহি বুখারী (১৬৮৫) ও সহহি মুসলমি (১২৮২)]

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি যখন বড় জমরাতে পৌঁছলনে তখন বায়তুল্লাহ্কে বামে রখে,ে মীনাকে ডানে রখেে সাতটি কংকর মারলনে এবং বললনে: যার উপর সূরা বাক্বারা নাযলি হয়ছেে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তনিি এভাবইে কংকর মরেছেনে।[সহহি বুখারী (১৭৪৮) ও সহহি মুসলমি (১২৯৬)]

ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণতি আছে যে, তনিি ছোট জমরাতকে সাতটি কংকর মারতনে। প্রত্যকেবার কংকর মারার শষেে তনিি তাকবীর বলতনে। এরপর একটু অগ্রসর হয়ে ঢালু জায়গায় দাঁড়য়িে কবিলামুখী হয়ে লম্বা সময় দোয়া করতনে। তনিি দুই হাত তুলে দোয়া করতনে। এরপর মাঝারি জমরাতে কংকর মারতনে। কংকর মারার পর বামদকিরে ঢালু জায়গায় কবিলামুখী হয়ে দীর্ঘসময় দাঁড়য়িে দোয়া করতনে। দুই হাত তুলে দোয়া করতনে। দীর্ঘ সময় দাঁড়াতনে। এরপর তনিি উপত্যকার ভতেরে দাঁড়য়িে জমরাতে আকাবাতে কংকর মারতনে। এই জমরাতরে কাছে তনিি না দাঁড়য়িে চলে যতেনে এবং বলতনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবইে করতে দখেছে।[সহহি বুখারী (১৭৫১)]

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলনে:

“তারা (আলমেগণ) এই মর্মে ইজমা করছেনে যে, যে ব্যক্তি তাশরকিরে দনিগুলোতে সূর্য হলেে পড়ার পর জমরাতগুলোতে কংকর নক্ষিপে করবে; এটি যথষ্টে।”[ইবনুল মুনযরিরে আল-ইজমা (১১)]

ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন:

“তারা (আলেমগণ) এই মর্মে একমত যে, কোরবানী ঈদের দিনের পর তিনদিন জমরাতগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করার দিন। যে ব্যক্তি এই দিনগুলোতে সূর্য হেলে পড়ার পর কংকর মারবে; সেটা যথেষ্ট।”[মারাতবিুল ইজমা (৪৬)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

“যখন মীনায় পৌঁছবে তখন জমরাতে আকাবাতে কংকর মারা দিয়ে কাজ শুরু করবেন। এটি হচ্ছে জমরাতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ; যা মীনার দিক থেকে শেষে ও মক্কার দিকের প্রথম জমরাত এবং এটি আকাবার কাছাকাছি। তাই এটিকে জমরাতে আকাবা বলা হয়। এই জমরাতে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেকবার নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবেন। উপত্যকার ভেতর থেকে কিবলামুখী হয়ে মারবেন। এরপর সে স্থান ত্যাগ করবেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যে যে আলেমদের অভিমত আমরা জানতে পেরেছি এই হলো তাদের অভিমতের মোটকথা।”[সমাপ্ত][আল-মুগনী (৩/২১৮)]

আবু হামেদ আল-গাজালী (রহঃ) বলেন:

“পক্ষান্তরে, কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আপনি নির্দেশ মান্য করা, দাসত্ব প্রকাশ করা, আনুগত্য বাস্তবায়ন করার নিয়ত করুন। এ ব্যাপারে আকল ও মনকে কোন সুযোগ না দিয়ে। এই আমলের মাধ্যমে আপনি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সাদৃশ্য লাভের নিয়ত করুন; কারণ এই স্থানে ইবলিস (তার উপর আল্লাহ্‌র লানত হোক) তাঁর হজ্জের মধ্যে সংশয় ঢুকানোর চেষ্টা করেছিল কিংবা কোন গুনাহ করানোর চেষ্টা করেছিল। তখন আল্লাহ্‌ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন কংকর মেরে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং তার উদ্দেশ্যকে ধুলিসাৎ করে দেন। যদি আপনার মনে উদয় হয় যে, শয়তান তাঁর সামনে এসেছে, তিনি শয়তানকে দেখেছেন ও তাকে কংকর মেরেছেন। কিন্তু শয়তান আমার সামনে আসেনি; তাহলে জেনে রাখুন এই চিন্তা শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান আপনার মনে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছেন যাতে করে কংকর মারার ক্ষেত্রে আপনার দৃঢ়তাকে শিথিল করে দিতে পারে এবং আপনার মনে এ কল্পনা জাগ্রত করতে পারে যে, এটি এমন এক কাজ যার কোন অর্থ নেই, এটি এক ধরণের খেলতামশা; আপনি কেন এটি করবেন। সর্বাত্মকভাবে এই চিন্তাকে আপনার মন থেকে দূর করুন এবং শয়তানকে নাখোশ করে পূর্ণ উদ্যমতা নিয়ে কংকর নিক্ষেপ করুন। জেনে রাখুন, বাহ্যতঃ আপনি আকাবার (গিরিপথের) দিকে কংকরগুলো ছুড়ে মারছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি যেন শয়তানের মুখে সেটি মারছেন এবং তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছেন। কারণ শয়তানকে আর কিছু এত উত্যক্ত করে না; আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করা তাকে যেভাবে উত্যক্ত করে; আকল ও মনকে কোন সুযোগ না দিয়ে নিছক আল্লাহ্‌কে সম্মান দিয়ে তাঁর নির্দেশের যখন আনুগত্য করা হয়।”[সমাপ্ত][ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন (১/২৭০)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।